অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০)
(পরীক্ষা-২)

১। 'শূন্যপূরাণ' গ্রন্থটি কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত?

(ক) ৪১টি
(খ) ৪৫টি
(গ) ৫০টি
(ঘ) ৫১টি*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'শূন্যপুরাণ' ছিল অন্ধকার যুগের (১২০১-১৩৫০) অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন।
- এটি ছিল বিশেষভাবে ধর্মপূজা পদ্ধতি।
- গ্রন্থটির লেখক কে তার সুনির্দিষ্ট হদিস পাওয়া যায় নি। তবে যতটুকু ভণিতা পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় গ্রন্থটি রামাই পন্ডিতের।
- 'বিশ্বকোষ' প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে এটি 'শূন্যপুরাণ' নামে প্রকাশ করেন।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

২। "হাত জোড় করিঞা মাঙ্গো দান। বারেক মহাত্মা রাখ সমমান"– পঙক্তিদ্বয় কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

(ক) শূন্যপুরাণ
(খ) সেক শুভোদয়া*
(গ) নিরঞ্জনের রুষ্মা
(ঘ) প্রাকৃতপৈঙ্গল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উল্লিখিত অংশটি হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' চম্পুকাব্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে।
- হলায়ুধ মিশ্র ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি।
- গ্রন্থটি রাজা লক্ষ্মণ সেন ও সেখ জালালুদ্দীন তাবরেজির অলৌকিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত।
- শেখের শুভোদয় অর্থাৎ শেখের গৌরব ব্যাখাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।
- 'সেক শুভোদয়া' ছাড়াও অন্ধকার যুগের অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন হলো রামাই পন্ডিত রচিত 'শূন্যপুরাণ'।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

৩। পুথিতে প্রাপ্ত চিরকুট অনুসারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের নাম ছিল–

(ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
(খ) শ্রীকৃষ্ণ ধামালি
(গ) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ*
(ঘ) শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চালি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য হচ্ছে চন্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।
- ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরে মাঁচা থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি' আবিষ্কার করেন এবং ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশ করেন।
- পুঁথিতে প্রাপ্ত চিরকুট অনুসারে এই কাব্যের নাম ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

৪। নিচের কোনটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের অংশ নয়?

(ক) বংশীখন্ড
(খ) নদী খন্ড*
(গ) বান খন্ড
(ঘ) ছত্র খন্ড

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি মোট তেরটি খন্ডে বিভক্ত।
- খন্ডগুলো হলো: জন্ম খন্ড, তাম্বুল খন্ড, দান খন্ড, নৌকা খন্ড, ভার খন্ড, ছত্র খন্ড, বৃন্দাবন খন্ড, কালিয়াদমন খন্ড, বমুনা খন্ড, হার খন্ড, বান খন্ড, বংশী খন্ড, বিরহ খন্ড।
- এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে বাধা ও গোপীদের পাগল প্রায় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। মূলত

Bidyabari your success benchmark

এতে ঈশ্বরের প্রতি জীবকুলের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

- এই কাব্যের প্রধান চরিত্র হলো কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

৫। পদাবলি বলতে বোঝায়–

(ক) বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম প্রকাশ
(খ) বাউল বা মরমী গীতি
(গ) বিশেষ ছন্দে রচিত পদ্য
(ঘ) পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান গৌরব বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য।
- ষোলো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত তিনশ বছর ধরে বৈষ্ণবপদগুলি রচিত হয়েছে।
- প্রতিটি পদের শীর্ষে রাগ তালের উল্লেখ আছে।
- দীনেশচন্দ্র সেন তার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে ১৬৪ জন পদকর্তার নাম এবং ৪৫৪৮ টি পদসংখ্যার উল্লেখ করেন।
- বৈষ্ণব পদাবলি মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: গৌরলীলা, ভজন, রাধাকৃষ্ণলীলা ও বাগাত্মিকা।

উৎস: বৈষ্ণব সাহিত্য, বাংলা পিডিয়া।

৬। বাংলা ভাষার বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচিয়তা কে?

(ক) জয়দেব
(খ) বিদ্যাপতি
(গ) জ্ঞানদাস
(ঘ) চণ্ডীদাস*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বৈষ্ণব পদাবলির উপজীব্য হলো রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা।
- এ ধারার আদি কবি হলেন জয়দেব। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে 'গীতগোবিন্দ' কাব্য রচনা করেন। তবে তা বাংলা ভাষায় নয়, সংস্কৃতিতে।
- বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম পদকর্তা, মৈথিলি কোকিল নামে পরিচিত মিথিলার রাজসভার কবি হলেন বিদ্যাপতি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন।
- বাংলা ভাষায় পদাবলির আদি কবি হলেন চন্ডীদাস। তিনি ছাড়া ও অন্যান্য কবি হলেন জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম ও বাংলা পিডিয়া।

৭। কড়চা কী?

(ক) চৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচার বিষয়ক গ্রন্থ
(খ) চৈতন্যদেবের সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ
(গ) চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থ*
(ঘ) চৈতন্যদেবের সাধনা গ্রন্থ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারায় জীবনী সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।
- জীবনী সাহিত্যের রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যদেবের মহান জীবনকাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করা।
- কড়চা অর্থ দিনপঞ্জি বা রোজনামচা। চৈতন্যদেবের জীবনীকে কড়চা নামে অভিহিত করা হয়।
- চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। প্রথম জীবনী গ্রন্থটি রচিত হয় 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে। তবে গ্রন্থটির প্রকৃত নাম "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম"।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

৮। বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থের নাম কী?

(ক) চৈতন্য মঙ্গল*
(খ) চৈতন্য ভাগবত
(গ) চৈতন্য চরিতামৃত
(ঘ) গৌরাঙ্গবিজয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী রচনার মধ্য দিয়ে বাংলার জীবনী সাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়।
- জীবনী সাহিত্য প্রথম রচিত হয় সংস্কৃত ভাষার।

idealabad
your success is our mission

- বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ লিখেন বৃন্দাবনদাস। তার রচিত গ্রন্থ হলো 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'।
- বাংলা ভাষায় চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থ হলো লোচন দাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল'।
- তবে সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ হলো কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্য-চরিতামৃতম'।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

৯। 'ছুটিখানী মহাভারত' গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী?

(ক) কবীন্দ্র পরমেশ্বর
(খ) কাশীরাম দাস
(গ) শ্রীকর নন্দী*
(ঘ) কৃত্তিবাস ওঝা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল।
- এ যুগের প্রধান সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হলো 'মহাভারত'।
- মহাভারতের প্রকৃত রচয়িতা হলেন বেদব্যাস।
- বাংলা ভাষায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক ছিলেন করীন্দ্র পরমেশ্বর। তার অনূদিত মহাভারতের নাম হলো 'পরাগলী মহারত'।
- শ্রীকর নন্দীর ভনিতায় অন্য একটি মহাভারত কাব্যের অস্তিত্ব রয়েছে। তার অনূদিত মহাভারত হলো 'ছুটিখানী মহাভারত'।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

১০। মালাধর বসু অনূদিত ভাগবতের বাংলা অনুবাদের নাম কী?

(ক) শ্রীকৃষ্ণবিজয়*
(খ) শ্রীমদ্ভাগবত
(গ) শ্রীকৃষ্ণবিলাস
(ঘ) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মালাধর বসু ভাগরতের প্রথম বাংলা অনুবাদক।
- তার রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' হলো বাংলা। সাহিত্যের দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ।
- ভাগবতের অনুবাদের জন্য গৌড়েশ্বর রাজকর্মচারী সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহ তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন।
- 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য ভাগবতের অনুবাদ বলে পরিচিত হলেও এতে আক্ষরিক অনুবাদের অংশ কম।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

১১। 'মনসাবিজয়' কার লেখা?

(ক) বিজয়গুপ্ত
(খ) দ্বিজ বংশীদাস
(গ) কেতদা দাস
(ঘ) বিপ্রদাস পিপিলাই*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মধ্যযুগের সাহিত্য ধারায় মঙ্গলকাব্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।
- মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন শাখা হলো তিনটি। যথা: মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল।
- মনসামঙ্গল কাব্য ধারাকেই মনসাবিজয় বলা হয়। তবে মনসাকে নিয়ে ব্রত রচয়িতাদের অন্যতম বিপ্রদাস পিপিলাই নিজের রচনাকে মনসাবিজয় বলে উল্লেখ করেছেন।
- বিজয়গুপ্ত রচিত কাব্য হলো পদ্মপূরাণ। তিনি মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।
- মনসামঙ্গলের আদি কবি হলেন কানা হরি দত্ত। তিনি ছাড়াও দ্বিজ বংশীদাস ও কেতকা দাস মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

Vidyabari
Your success benchmark

১২। 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী' কোন কাব্যের অংশ?

(ক) চন্ডীমঙ্গল
(খ) অন্নদামঙ্গল
(গ) ধর্মমঙ্গল*
(ঘ) শিবায়ন মঙ্গল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধর্মমঙ্গল হলো মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান শাখা।
- ধর্মমঙ্গল কাব্যের অংশ দুটি– ১. রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী এবং ২. লাউসেনের কাহিনী।
- এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র হলো রাজা হরিশচন্দ্র ও রানী মদনা।
- ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট এবং শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ঘনরাম চক্রবর্তী।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ড. সৌমিত্র শেখর।

১৩। নিচের কোন ব্যক্তি চন্ডী মঙ্গলের কবি নন?

(ক) দ্বিজ মাধব
(খ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
(গ) মানিক দত্ত
(ঘ) কানাহরি দত্ত*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চন্ডীমঙ্গল কাহিনী অবলম্বনে অনেক কবি কাব্য রচনা করেছিলেন।
- ড. সুকুমার সেন তাঁদের সংখ্যা ১৯ জন বলে উল্লেখ করেছেন।
- চন্ডীমঙ্গলের আদিকবি হলেন মানিক দত্ত এবং শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- দ্বিজ মাধব চন্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম রচয়িতা। তাঁর কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'।
- অন্যদিকে কানাহরি দত্ত ছিলেন 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

১৪। 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' কোন ধরনের গ্রন্থ?

(ক) পুথিসাহিত্য
(খ) মর্সিয়া সাহিত্য
(গ) মৈমনসিংহ গীতিকা
(ঘ) নাথ সাহিত্য*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শিব উপাসক নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের রচিত সাহিত্য নাথ-সাহিত্য নামে পরিচিত।
- নাথ সাহিত্য প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা: ১. মীন নাথ ও তার শিষ্য গোরনাথের কাহিনী ২. রাজা গোবীচন্দ্রের সন্যাস।
- নাথ সাহিত্যের আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন শেখ ফয়জুল্লাহ। তার রচিত গ্রন্থ হচ্ছে 'গোরক্ষ বিজয়'।
- নাথ সাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' এটি রচনা করেন সুকুর মামুদ।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

১৫। নিচের কোন ব্যক্তি আরাকান রাজসভার কবি ছিলেন না?

(ক) আবদুল করীম
(খ) দৌলত কাজী
(গ) কোরেশী মাগন ঠাকুর
(ঘ) ফকির গরীবুল্লাহ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য রচিত হয়েছিল।
- মধ্যযুগের দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনের বাইরে গিরে এই সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছিল।
- আরাকান রাজসভার প্রধান কবি হলেন দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল, আব্দুল করিম প্রমুখ।
- অন্যদিকে ফকির গরবীবুল্লাহ হলেন পুথি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

Bidyabari
your success begins here

১৬। রোমান্টিক কাব্য ধারার কবি নন কে?
(ক) মুহম্মদ কবীর
(খ) নওয়াজিস খান
(গ) আবদুল হাকিম
(ঘ) সৈয়দ সুলতান*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।
- ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয় কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মত মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।
- এ ধারার প্রথম কবি ছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তার অনূদিত কাব্য হলো 'ইউসুফ-জোলেখা'।
- রোমান্টিক এই কাব্যের অন্যতম রচয়িতা হলেন ওয়াজিস খান, আবদুল হাকিম, মুহম্মদ কবীর, সাবিরিদ খান, দোনগাজী প্রমুখ।
- অন্যদিকে সৈয়দ সুলতান হলেন বাংলা সুফি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি। 'জ্ঞানপ্রদীপ' তার সুফিচর্চা গ্রন্থ।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

১৭। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' গ্রন্থের অনুবাদক কে?
(ক) দোনা গাজী
(খ) দৌলত কাজী*
(গ) কোরেশি মাগন ঠাকুর
(ঘ) মুহম্মদ কবীর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- হিন্দি কবি সাধনের 'মৈনাসত' কাব্যের অনূদিত রুপ হলো 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'। গ্রন্থটি তিন খন্ডে বিভক্ত।
- প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড অনুবাদ করেন আলাওল।
- এছাড়াও এ যুগের উল্লেখযোগ্য কাব্য হলো: লাইলি-মজনু, ইউসুফ-জোলেখা, সয়ফুলমুলুক, বদিউজ্জামাল প্রভৃতি।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

১৮। Ballad অর্থ কী?
(ক) লোকগীতি
(খ) লোকগাথা
(গ) গীতিকা*
(ঘ) গাঁথা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- একশ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতিকে বাংলা সাহিত্যে গীতিকা নামে অভিহিত করা হয়।
- ইংরেজিতে একে বলা হয় Ballad।
- Ballad শব্দটি ফারসি Ballet বা নৃত্য শব্দ থেকে এসেছে।
- ইউরোপে প্রাচীনকালে নাচের সঙ্গে যে কবিতা গীত হতো তাকে Ballad বলা হতো।
- বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত লোকগীতিকাগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
  ১. নাথগীতিকা ২. ময়মনসিংহ গীতিকা ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
- গীতিকাগুলো গান হিসেবে গাওয়ার জন্যই রচিত।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

১৯। ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?
(ক) কঙ্ক ওলীলা
(খ) কাজলরেখা
(গ) ভেলুয়া*
(ঘ) কমলা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব গীতিকা সংগৃহীত হয়েছিল তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে চার খন্ডে প্রকাশিত হয়।
- বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ গীতিকাগুলো ময়মনসিংহ গীতিকা নামে পরিচিত।
- চন্দ্রকুমার দে ছিলেন এই গীতিকাগুলোর প্রধান সংগ্রাহক।

Bidyabari
your success benchmark

- ময়মনসিংহ গীতিকার উল্লেখযোগ্য গীতিকাগুলো হলো: মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ানা মদিনা, দেওয়ান ভাবনা, রুপবতী, কাজলরেখা, দস্যু কেনারামের পালা এবং কঙ্ক ও লীলা।
- অপরদিকে পূর্ববঙ্গ গীতিকার গীতিকা গুলো হচ্ছে– ভেলুয়া, নিজাম ডাকাতের পালা, কাফনচোরা, চৌধুরীর লড়াই, নুরুন্নেসা ও কবরের কথা, কমল সওদাগর প্রভৃতি।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

২০। কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা।।– পঙক্তিদ্বয়ের রচয়িতা কে?

(ক) দাশরথি রায়
(খ) নিধু বাবু*
(গ) হরু ঠাকুর
(ঘ) গোঁজলা গুঁই

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উল্লিখিত পঙক্তিদ্বয় নিধু বাবু রচিত কবিগানের একটি অংশ।
- ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল থেকে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনকাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের সাহিত্যজগৎ কবিগানের জগৎ।
- কবিগান দুই পাশের বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।
- কবিগানের আদিকবি হলেন গোঁজলা গুঁই। তিনি ছাড়াও কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, হরু ঠাকুর, প্রমুখ ব্যক্তিগণ কবিগানের রচনা করে প্রশংসিত হয়েছিলেন।
- নিধুবাবু ছিলেন টপপাগানের জনক এবং দাশরথি রায় পাঁচালী গানের প্রতিষ্ঠাতা।
- নিধু বাবু রচিত একটি গান হলো–
  নানান দেশের নানা ভাষা।
  বিনে স্বদেশীয় ভাষে পুরে কি আশা।
  কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
  ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা।

উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

Biddabari
your success benchmark